তারিখ ...26 JAN 2016...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৬......

দৈনিক
ইত্তেফাক

চিরিরবন্দর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার হার ৩২ শতাংশ

■ স্টাফ রিপোর্টার, দিনাজপুর

আদিবাসী জনগোষ্ঠী অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির। তাদের জীবনমান সমস্যাসঙ্কুল। যে কোনো সামাজিক কাজ করতে বসে যায় তারা নিজেরাই বৈঠকে। তাদের রয়েছে পারগানা পরিষদ। মাঞ্জিহদের নেতৃত্বে সমাধান করে নেয়। সংস্কৃতির বেড়াজালে তারা আবদ্ধ। পরস্পরের প্রতি তারা শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করে। প্রতি বছর তারা আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা করে থাকে। অনেকে আর্থিক সংকটের জন্য তাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবে চালাতে পারেন না। তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবিকা নির্বাহ ও জীবনমান উন্নত করতে সরকার বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার ৫৮টি গ্রামে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতাল, মুসাহার, তুরী, ভুঁইয়া, ঘাটিয়াল, মুচি মিলে সর্বমোট ১৩ হাজার-৭৫৬জন বাস করছে। বর্তমানে তাদের শিক্ষার হার ৩২ শতাংশ। সরকার গত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে শিক্ষাবৃত্তি সহায়তা ও ভ্যান বিতরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১১ লাখ ৬০হাজার টাকা বিতরণ করেছেন। ২ হাজার ৮৬০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা দেয়া হয়েছে। নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পে সরকার প্রতি অর্থ বছরে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব উদ্যোগে সঞ্চয়ীদল গঠন করে মুষ্ঠির চাল সংগ্রহ করে মাঞ্জিহ'র বাড়িতে জমা রাখে। যা ধর্মগোলা নামে পরিচিত। বর্তমানে প্রতিটি উপজেলায় নর্দান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন নামে একটি এনজিও আদিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নকল্পে কাজ করছে। ফুলবাড়ী উপজেলার মাসুদুর রহমান ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছেন। শিক্ষাদীক্ষায় তারা অনেক এগিয়েছে। এখন আর আগের মতো তাদের দলবদ্ধভাবে পশুপাখি শিকার, মহিলাদের ধান কুড়াতে দেখা যায় না। চিরিরবন্দর আদিবাসী সংগঠনের নেতা নির্মল সরেন, গুলজার সরেন, সুনীল বাসকে জানান, তারা সরকারিভাবে ব্যাপক সহযোগিতা পেয়ে থাকেন।